খানকায়ে হযরত পীর ড. মুশতাক আহমদ
ডেমরা, ছোট পাইটি, ওয়াসা রোড, ঢাকা
মোবাইলঃ 01715437445

==========

বদনজরের রোগ কি ও কিভাবে দূর করা যেতে পারে

বদনজর জিনিসটা কিঃ

বদনজর অর্থ কুদৃষ্টি। মানে নারী পুরুষের মধ্যে একজন অন্যজনের দিকে যৌন আকর্ষন নিয়ে কুদৃষ্টি দান। এই কুদৃষ্টি বাহ্যিক ভাবে যেভাবে হয় তদ্রুপ কল্পনার দ্বারাও হয়ে থাকে। বস্তুত বদনজর হল যেনা ব্যাভিচারের দুয়ার। বদনজর পরিনামে একজন মানুষকে ঈমান থেকে সরিয়ে নিয়ে খুন খারাবী ও কুফরীর অতি গভীরে নিক্ষেপ করে থাকে।

এটি হল ভাইরাস জাতীয় একটি ভয়ানক মনোরোগ। মানুষের মনন জগতের মধ্যে যেসব ভাইরাস বসবাস করে তম্মধ্যে এটি তুলনামূলক মহা ও জটিল ভাইরাস। শরীরের জন্য কভিড-১৯ যতটা সর্বগ্রাসী ও ভয়ংকর তার চেয়েও বেশী মাত্রায় সর্বগ্রাসী ও ভয়ংকর হল মনের ভিতর অবস্থিত বদনজরের এই রোগ।

বদনজর ও নেক নজরের ক্রম বিকাশঃ

মানব মনে বদনজর থেকে আসে – বদখেয়াল, বদখেয়াল থেকে আসে - বদফিকির (ধান্ধা), বদফিকির থেকে আসে - বদআমল (কর্ম)। – পরিশেষে আসে অপবিত্র ও পঁচাগান্ধা জীবন। আশরাফুল মাখলূকাত মানুষ তখন কুকুরের চেয়ে অধমে পরিনত হয়। আবার নেকনজর থেকে আসে –নেকখেয়াল, নেকখেয়াল থেকে আসে – নেকফিকির (যওক ও শওক), নেকফিকির থেকে আসে – নেকআমল। পরিশেষে রচিত হয় – পবিত্র ও নূরানী জীবন। মানুষ তখন ফেরেশতার চেয়েও উচ্চ মাকামে পৌঁছে যায়। উভয়ের শুরুপর্ব খুবই ছোট্ট জিনিস কিন্তু শেষপর্ব ও শেষ পরিনাম অনেক বড় কিছু।

সমাজে বদনজরের বিস্তার কত ব্যাপকঃ

এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকা নির্বিশেষে রোগটি সকল দেশে কমবেশ সকল মানুষের মধ্যে আছে। মানে নারী পুরুষ, ছাত্র শিক্ষক, শিক্ষিত অশিক্ষিত, মুসুল্লী ইমাম, আলিম পাবলিক, মুরীদ পীর নির্বিশেষে সকলের মধ্যে বদনজরীর রোগ বিদ্যমান। আল্লাহ পাকের স্পেশাল রহমতের কারণে রেহাই পাওয়া গুটি কয়েক জন ছাড়া কেউ এটা থেকে মুক্ত নয়। অতএব চিন্তা করা যেতে পারে যে, ভাইরাসটির ফলাও কত ব্যাপক ও কত ভয়াবহ।

উদাহরন স্বরূপ বলা যায়, কভিড- ১৯ সেই জাতীয় একটি ভাইরাস তথা মহারোগ; বর্তমানে আমাদের সবার শরীরেই আছে কম কিংবা বেশী। যদিও বর্তমানে সকলের গা- সয়া হয়ে গিয়েছে। মানব দেহের এন্টিবডি এটি চিনে নিয়েছে বলে। তদ্রুপ বদনজরের রোগ মানুষের সবার মধ্যে আছে। পরিস্থিতির কারনে সকলের গা সয়ে গিয়েছে। নতুবা পূর্বকালে এর অযুতাংশকেও কোন ঈমানদারের কাছে ছিল মহাজটিল বলে বিবেচিত। এই রোগরে অনিবার্য কারনে হায়া শরম সহ মানব জীবনের সৃষ্টিগত ভাবে আল্লাহ পাকের কাছ থেকে নিয়ে আসা যাবতীয় নূরানিয়্যাত ভয়ানক ভাবে কমে গিয়েছে।

এটি কোথা থেকে সংক্রমিত হয়ঃ

এটি কোথা থেকে সংক্রমিত হয়? জবাব হল, আক্রান্ত পরিবেশ ও আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শ থেকে বদনজরের এই ভাইরাস সাধারনতঃ সংক্রমিত হয়ে থাকে। বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছেলে-মেয়েরা সবাই থাকে সুস্থ্য। বালেগ হওয়ার সূচনাকাল থেকে নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা না থাকলে সূচনা পর্ব থেকেই ভাইরাসটি মানব মনে ঢুকে পড়ে। তারপর ক্রমে বংশ বিস্তার ও ডালপালা ছড়িয়ে মহা মহীরূহের আকার ধারণ করে নেয়। তখন প্রত্যেকটি মানুষ সৃষ্টিগত ভাবে নিয়ে আসা হায়া শরমের তারতম্য দিনে দিনে খোয়াতে থাকে। এক পর্যায়ে সে আর আশরাফুল মাখলূকাত মানুষ থাকে না। সে পরিনত হয় বেহায়া ও বেশরম পশুর চেয়েও অধম জন্তুতে।

সাধারণতঃ পরিবেশ পরিস্থিতির যেখান থেকে এই ভাইরাসটি ছড়ায় তা হল -আমাদের বর্তমানের রাস্তাঘাট, হাট বাজার, নারীপুরুষ অবাধ মেলামেশা, নাটক সিনেমা, বেপর্দা চালচলন, বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনা, মোবাইল ও নেটের উম্মুক্ত জগত। রোগটি প্রচণ্ড ছোঁয়াছে বটে। তাই আক্রান্ত পরিবেশ দ্বারা যেমন ছড়িয়ে থাকে তদ্রুপ কোন আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে যে যায় সেও বদনজরের ভাইরাসে অনিবার্য ভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

ছবি বা ফটোর উপকার ও অপকারঃ

ছবি বা ফটো ইত্যাদির একটা বড় গুরুত্ব আছে গবেষণার জগতে। চিকিত্সা কিংবা মহাকাশ গবেষণার অনেক ক্ষেত্রে এই ছবি বা ফটো কিনা মানুষকে অনেক অজানা জিনিস আবিস্কারের পথ করে দিচ্ছে। কিন্তু এই ছবি বা ফটোর সাহায্যে আবার সৃষ্ট হচ্ছে নানা রকমের যৌন অসভ্য অনাচার ও নানা রকমের নেংটা ছায়াছবি ; যা ধার্মিকতা ও নৈতিকতার পবিত্রতাকে ভয়ানক ভাবে আহত করে যাচ্ছে। যার শেষ পরিনাম দাঁড়াচ্ছে বড় ভয়াবহ।

ছবিকে যথাযথ ভাবে নিয়ন্ত্রিত না রাখার কারণে এই সব ছবি নেট- মোবাইল ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের মানবিক নৈতিক গুণকে আহত করছে প্রচণ্ডভাবে। ফলে মানুষকে জন্মগত ভাবে আল্লাহ পাক যে সব হায়া শরম দান করেছিলেন তা আর সুরক্ষা পাচ্ছে না। নেটের মাধ্যমে কিসব ভিডিও আজ ঘরে ঘরে ঢুকে আছে জীবন্ত ভাবে যা মুখেও আনা যায় না। এমনকি কল্পনা করতেও কলিজা কেঁপে উঠে। তাই এই ফটো ও ছবির একদিকে যেমন আছে বিরাট উপকার তেমনি অন্যদিকে চলছে মহা অপকার। দুই প্রান্তের মধ্যে আজো কোন সমন্বয় সাধন করা হয়নি।

বিবাহ দ্বারা কিঞ্চিত উপকার হয়ঃ

বিবাহের দ্বারা বদনজরের রোগ কারো কারো ক্ষেত্রে সবিশেষ উপকার সাধন করে। কিন্তু সকলের ক্ষেত্রে নয়। আর ভাইরাসের প্রতিক্রিয়া করে আসলেও ১০০% চিকিত্সা হয় না । বিবাহের পাশাপাশি রোগ নির্মূলের কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে রোগ সমূলে দূর

হয় না। বরং বিবাহের পরে বদনজরী ক্ষেত্র বিশেষে অবাধ সুযোগ পেয়ে যায়। তখন প্রভাব প্রতিক্রিয়া আরো বহুগুণ বেড়ে যায়। ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাথে বিদ্যমান থেকেও মনে মনে পরনারীর সাথে যেনা করার মত ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হয়।

বার্ধক্য ও যৌন শক্তিহীনতাঃ

যৌনশক্তি বিলকুল না থাকলে কিংবা খোজা হয়ে গেলে কিংবা বয়স না থাকলে তার মধ্যে বদনজর ও এর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলে যায় এমন নয়। এ ধরণের অপারগ মানুষের মধ্যেও এই ভাইরাস বিদ্যমান থাকে। কারণ হল এটি শরীরের রোগ নয়; এটি হল সম্পূর্ণ ভাবে মনের রোগ। মানুষের শরীর দিনে দিনে বৃদ্ধ হয় কিন্তু তার মন দিনে দিনে আরো জোয়ান হয়, আরো অভিজ্ঞ হয়, আরো পিপাসার্ত হয়ে উঠে। তাই সমাজে বহু বয়স্ক অচল বৃদ্ধকেও বদনজরীর কারণে লজ্জা পেতে দেখা যায়।

রোযার দ্বারাও উপকার হয় তবে কিঞ্চিত পরিমানেঃ

রোযা রাখার দ্বারা বদনজরীর প্রতাপ নিঃসন্দেহে কিছুটা কমে আসে তবে মনে রাখবেন, তাতেও রোগ ১০০% দূরীভুত হয় না, যদি পাশাপাশি কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে থাকে। রোযার মাসে রোযা রেখেও অঘটন ঘটানোর ইতিহাস আছে। রমযানে আমাদের দেশে মার্কেটগুলি জমজমাট হয়; সুযোগ পেয়ে বদনজরী সেখানে ভীষণ আধিপত্য ছড়াতে থাকে। আপনি দেখবেন, যে মার্কেটে নারী পুরুষের যাতায়াত আছে সেখানে দোকানে ও রাস্তাঘাটে ভীড় বেশী । বখাটে লোকেরা সেখানে ঘুরতে যায়। উল্লেখ্য শরীঅতের হুকুম হল, শরীরের সাথে মনকেও রোযার সিফতে আনো। কিন্তু মনকে রোযার সিফতে আনার প্রেকটিস তো আমাদের সকলের মধ্যে নেই।

যেনার দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী ও বদনজর ওয়ালার মধ্যে পার্থক্যঃ

যেনার দায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর তুলনায় বদনজর ওয়ালা ব্যক্তি বেশী জঘণ্য। কেননা দণ্ডপ্রাপ্ত লোকটি হয়তো যেনা করেছিল একজনের সাথে। আর বদনজর ওয়ালা যেনা করে হাজার জনের

সাথে। দণ্ডপ্রাপ্ত যেনা করেছিল একবার। আর বদনজর ওয়ালা যেনা করে হাজার বার। দণ্ডপ্রাপ্ত লোকটি সমাজে অসম্মান ও অপরাধী হয়ে বসবাস করে থাকে আর বদনজর ওয়ালা হাজার হাজার যেনার গুনাহ মাথায় নিয়েও নিজকে জাহির করে রাখে সসম্মানে ও নিরপরাধ ভাবে। কাজেই উভয়ের মধ্যে কে যে কত বড় অপরাধী তা সহজে অনুমেয়। দণ্ডপাপ্তের জন্য হয়তো তাওবা নসীব হয়ে যায় কিন্তু বদনজর ওয়ালার তাওবা কখনো নসীব হয় না।

বদনজর ওয়ালা জঙ্গলে গিয়েও রেহাই পায় নাঃ

সব ছেড়ে দূর কোন জঙ্গলে গিয়ে পালিয়ে থাকলে কি মিলবে নিস্তার? না, না। তাতেও নিস্তার পাওয়া যাবে না। কেননা জঙ্গলে বসে সেই ভাইরাস রোগী স্রেফ নিজ কল্পনার ঘোড়া ছুটিয়েও বদনজরীর স্বাধ গ্রহণ করে থাকে। কল্পনায় যেনা করা বাস্তব যেনার গুনার চেয়ে জঘন্য। তাই বলা হয়, এই রোগে যে একবার আক্রান্ত হয়ে গেলো তার আর রেহাই নেই। তার যে কি করুন দশা ঘটে চিন্তাই করা যায় না।

নিরাপত্তার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায়ঃ

তাই সংসারে বদনজরের ভাইরাস ঢুকতেই না দেওয়া হল নিরাপত্তার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায়। এ জন্য পূর্ব থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিতে হয়। এই ভাইরাস প্রতিরোধে নিরাপত্তার সম্ভাব্য যত উপায় হতে পারে সবই গ্রহণ করা নেহায়েত যুক্তি সঙ্গত বটে। শরীঅতে বলা হয়েছে 'লা তাকরাবূ' মানে কাছেও যেও না। অর্থাত সংসারে প্রটেকশান রাখতে হবে কয়েক স্তরে। পরপর কয়েকটি বেষ্টনীর মাধ্যমে। ঘরের পর্দা, বাড়ীর পর্দা ও মনের পর্দা সবগুলি বাস্তবায়ন করতে হবে।

১০০% চিকিত্সার উপায় কিকিঃ

তাহলে এই রোগ থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কি? কিভাবে ১০০% চিকিত্সা পাওয়া যেতে পারে। বুযর্গানে দীন বলেন, ১০০% উপশমের জন্য তিনটি কাজ খুব শক্ত হাতে সম্পাদন করতে হবে।

প্রথমতঃ রোগটি যেখান থেকে (স্থান বা ব্যক্তি) সংক্রমিত হয় সেটি সম্পূর্ণ ভাবে পরিহার করতে হবে। সেসবের কাছেও যাওয়া যাবে না।

দ্বিতীয়তঃ স্বাভাবিক আয়োজন গ্রহণ তথা বিবাহ-শাদী ও রোযা পালন পূর্বক নফল নামায পড়ে পড়ে দুআ করতে থাকা। খুব খুব দুআ করতে থাকা। একান্তে নির্জনে বসে দুআ করা। নফল নামাযে সাজদার হালতে দুআ করা। চলাফেরার সময় দুআ করা। খারাপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে গেলে সেখানেও দুআ করতে থাকা। খুব রোনাজারীর সাথে দুআ করা। বদনজরের অভিশাপ যেন দূর হয়ে যায় সেই কথা বলে বলে দুআ করতে থাকা। যে কোন জিনিসের জীবন দেওয়া বা মওত দেওয়া আল্লাহ পাকের হাতে। তাই তার দিকে রুজু হয়ে যাওয়া।

তৃতীয়তঃ শরীঅত সুন্নাতের পূর্ণ পাবন্দী সহ সার্বক্ষণিকের মোরাকাবা অব্যাহত রাখতে হবে। আল্লাহ পাকের যাত ও সিফাতের ফিকির করে তার সীমাহীন কুদরত জানার কাজে নিজকে খুব মশগুল বানিয়ে রাখা। নিজের মওত কবর হাশর মীযান পুরসিরাত জান্নাত জাহান্নাম দীদারে এলাহী ও আবদুল আবাদ তাঁর সাথে থাকার চিন্তায় ডুবে থাকা। তখন হয়তো এক পর্যায়ে এই রোগ থেকে উঠে আসা সম্ভব হতে পারে। তাঁরা বলেন, -এক. ফিকির কী গান্ধেগী স্রেফ যিকির হী ছে দূর হো ছাকতী হ্যায়। দুই. গান্ধা ফিকির কো নূরানী ফিকির ছে বদল দেনে ছে কুচ ফায়দা হো ছাকতী হ্যায়।

তাহলে ক্রমে বদনজর নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসবেঃ

তখন ব্যক্তির মধ্যে বদনজরের রোগটি যে আর থাকবেই না তা নয়। কিংবা মানুষটি সম্পূর্ণভাবে যৌনশক্তিশূন্য হয়ে যাবে তাও নয়। বরং যা হবে তা হলো নুরানী ফিকির তার মন মানসিকতার মধ্যে বিশাল আকার ধারন করবে। সকল কাজে নূরানী ফিকির ও নূরানী মন মানসিকতা বিজয়ী থাকবে। আর গান্ধা ফিকির তুলনামূলক ছোট হয়ে থাকবে। সকল কাজে গান্ধা ফিকির নতজানু হয়ে থাকবে। নুরানী ফিকিরের বিশালত্ব বিদ্যমান থাকার কারণে গান্ধা ফিকির সর্বদা ছোট হয়ে থাকবে যা জরুরত মত যে কোন সময় নিজ নিয়ন্ত্রনের আওতায় আনা সম্ভব হবে। মোটকথা গান্ধা ফিকিরকে বান্দা তার হাজিস বা

খাতিরের পর্যায়ে আটকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। সেটি হাদীসুন নাফস বা হাম্ম বা আযমের পর্যায়ে উন্নীত হবে না।

সুখের কথা হলঃ

অবশ্য সুখের কথা হল, এভাবে তাওবা ইস্তিগফার ও মুজাহাদা আর মেহনত করা হলে একদিকে ভাইরাসটি নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে আর অন্যদিকে বান্দাকে অনেক পুরস্কারও দেওয়া হবে। যেমন তখন বান্দার গুনাহ মাফ করা হবে। বান্দার দারাজাত বুলন্দ করা হবে। তার গুনাহগুলিকে নেক আমল দ্বারা তাবদীল তথা পরিবর্তন করে দেওয়া হবে।

সবচেয়ে বড় কথা হল তাকে দান করা হবে এমন এক তাওয়াজু বা বিনয়ের সম্পদ যার ফলে আল্লাহর সমীপে তার রোনাজারী থাকবে অবিরাম, যা কখনো থামবে না। রোনাজারীতে তার কখনো ক্লান্তি আসবে না। ঠিক সায়্যিদুনা হযরত আদম আলাইহিস সালামের মত।

তখন সেই বান্দার হাল এমন হয় যে, এই বান্দা নিজ বদনজরীর কথা যখনই মনে হয় তখনই কাঁদে, তখনই আবার নতুন তাওবা করে, অবিরাম তাওবা চলতে থাকে তার জীবনে, দিনের পর দিন; যুগের পর যুগ। বান্দা তখন মহান মাবূদের সামনে কখনো সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সাহস পায় না।

ফলে মহান আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা সামনের দিকে কেবল বৃদ্ধিই পেতে থাকে। বৃদ্ধিই পেতে থাকে। এক সময়ে সেই বদনজর ওয়ালা বান্দা সকল নিষ্পাপ বান্দাদেরকেও ছাড়িয়ে পৌঁছে যায় অগ্রসরমানতার অতি দূর অবস্থিত কোন সুউচ্চ সীমানায়; যা অন্যরা কল্পনাও করতে পারে না। সুবহানাল্লাহ। ওয়া যালিকা ফাযলুল্লাহি ইউতিহি মান ইশাউ।